গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৯.০৪৫.১৯- ৪৪৮/২২ তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি.

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে অধিদপ্তরাধীন অফিস/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সুবিধাজনক সময়ে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫/০১/২০২৩

(রূপক রায়)
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোন: ০২-২২৩৩৫০০৬৮
ad-admin@dshe.gov.bd

বিতরণ: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

০১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৩. প্রকল্প পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৪. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল;
০৫. অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ (সকল);
০৬. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, (সকল অঞ্চল);
০৭. জেলা শিক্ষা অফিসার, (সকল);
০৮. প্রধান শিক্ষক, সরকারি/বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (সকল);
০৯. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল উপজেলা/থানা);
১০. সিস্টেম এনালিষ্ট, ই.এম.আই.এস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি মাউশির ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১১. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
১২. সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৯.০৪৫.১৯- ৪৪৮/২২ তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি.

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে অধিদপ্তরাধীন অফিস/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সুবিধাজনক সময়ে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫/০১/২০২৩

(রূপক রায়)
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোন: ০২-২২৩৩৫০০৬৮
ad-admin@dshe.gov.bd

বিতরণ: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

০১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৩. প্রকল্প পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৪. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল;
০৫. অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ (সকল);
০৬. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, (সকল অঞ্চল);
০৭. জেলা শিক্ষা অফিসার, (সকল);
০৮. প্রধান শিক্ষক, সরকারি/বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (সকল);
০৯. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল উপজেলা/থানা);
১০. সিস্টেম এনালিষ্ট, ই.এম.আই.এস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি মাউশির ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১১. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
১২. সংরক্ষণ নথি।

১০ই জানুয়ারি ২০২৪ : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল-প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী (Keynote Speaker) ছিলেন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ। মূল-প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল : "১০ই জানুয়ারি : জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস"।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান - এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস-২০২৪ উপলক্ষে
"১০ই জানুয়ারি : জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস" শীর্ষক
সেমিনার
সুব্রত নন্দী, অধ্যক্ষ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
সকাল ১১:১৫

১০ই জানুয়ারি : জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

- মোহাম্মদ আবু সাঈদ*

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। পাকিস্তানের কারাগারে ২৯০ দিন বন্দী থাকার পর ১৯৭২ সালের এই দিন বেলা ১টা ৫১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই দিন অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি যখন তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করে, তখন অগণিত জনতা মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি ও গগনবিদারী 'জয় বাংলা' স্লোগানে স্বাগত জানান প্রিয় নেতাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের মতোই বাংলাদেশের মানুষ যেন আরেকবার বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে পূর্ণতা দিয়েছে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও তাঁকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়নি। পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠন বিষয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা বিফলে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে গণহত্যা চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। একই রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাদের সেনা অভিযান 'অপারেশন বিগবার্ড'-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি (পরিবর্তিত বর্তমান ঠিকানা : রোড নম্বর-১১, বাড়ি নম্বর-১০, ধানমন্ডি, ঢাকা) থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের কথা পাকিস্তান সরকার এক সপ্তাহ গোপন রাখে। তারপর গ্রেফতার করা অবস্থায় করাচিতে তাঁর ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। পাকিস্তান সরকারকে মানুষ ধিক্কার জানায়।

১০ই এপ্রিল ১৯৭১। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তাজউদ্দীন আহমদ। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে।

ওদিকে পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে নির্জন কারাগারে বন্দী রাখে। তাঁর নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্য জনমত গঠিত হতে থাকে। ৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ বন্দিশালায় বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার শুরু হয় এবং সেই প্রহসনমূলক বিচারে তাঁকে 'দেশদ্রোহী' ঘোষণা করে মৃত্যুদন্ড দেয় সামরিক আদালত। কিন্তু, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি জানান। তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেন বহু রাষ্ট্রনেতা। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারও তাঁর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। বহু আন্তর্জাতিক

সংস্থা তাঁর মুক্তির দাবি জানায়। সে-পরিপ্রেক্ষিতে, ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দিন খানের সামরিক আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় লাভের পর পাকিস্তানি স্বৈরশাসক বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি ভোররাতে মুক্তি দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। সেদিনই তিনি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস (পিআইএ)-এর বিশেষ ফ্লাইট ৬৩৫-এ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হন। এদিন বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেনকে উল্লিখিত বিমানে তুলে দেওয়া হয়। ঐদিন গ্রিনিচ মান সময় ৬টা ৩৬ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ১২টা ৩৬ মিনিট) হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। শেখ মুজিবের লন্ডনে পদার্পণের বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বিমানবন্দরে ছুটে যান। এরপর যথাযথ নিরাপত্তা দিয়ে তাঁকে ক্ল্যারিজ'স হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা তাঁর জন্য একটি স্যুট বুকিং দিয়ে ফেলেছেন। বেলা ১০টার পর থেকে তিনি কথা বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, তাজউদ্দিন আহমদ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ দেশের বাইরে ছিলেন। শেখ মুজিবের আগমনের খবর শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হিথ দ্রুত ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী হিথ তাকে নজীরবিহীন সম্মান দেখান। ইতিহাস সাক্ষী, ঐদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ নিজে তাঁর কার্যালয়ের বাইরে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ শেখ মুজিব গাড়ি থেকে বেরিয়ে না এলেন। সন্ধ্যায় প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন তাঁরা।

লন্ডন থেকে ১০ই জানুয়ারি তারিখ সকালেই তিনি নামেন দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমগ্র মন্ত্রিসভা, প্রধান নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য অতিথি ও সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে তাদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

পরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি দিল্লী থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। ঢাকার আকাশসীমায় পৌঁছানোর পরে অপেক্ষমান জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। বেলা ১টা ৫১ মিনিটে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে। বিমানে সিঁড়ি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য নেতা, মুজিব বাহিনীর চার প্রধান, কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন স্বদেশে অভ্যর্থনা জানান। বঙ্গবন্ধুর আগমনের অপেক্ষায় সেদিন তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে শাহবাগ পর্যন্ত অগণিত মানুষ ভিড় করেন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর গাড়িবহর তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী

উদ্যান) পৌঁছতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগে যায়। ঐদিন বিকেল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সশ্রদ্ধ চিত্তে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন, সবাইকে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। জনগণনন্দিত শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ধ্রুপদি বক্তৃতায় বলেন, 'আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও'।

দীর্ঘ ২৩ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তান কাঠামো থেকে নিজ আবাসভূমি পূর্ববাংলা-কে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশের জনগণ। আর এই মহান পথ-পরিক্রমায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রখ্যাত গীতিকার ও সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার যথার্থই লিখেছিলেন, 'শোন একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ'। অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি।

---

* সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল।

তথ্যসূত্র :

মোমেন, এ কে এম আব্দুল (সম্পা.)। ২০২০। ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫ শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা : চারুলিপি।

সরকার, মোনায়েম (সম্পা.)। ২০০৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম ভাগ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল। *বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্বাধীনতা সংহত করে*। দৈনিক প্রথম আলো, বিশেষ সংখ্যা। প্রকাশ : ১০ জানুয়ারি ২০২০। Retrieve from www.prothomalo.com, Access date: 09 January 2024.

অবিস্মরণীয় কয়েকটি দিন। নিজস্ব প্রতিবেদক। দৈনিক প্রথম আলো, বিশেষ সংখ্যা। প্রকাশ : ১০ জানুয়ারি ২০২০। Retrieve from www.prothomalo.com, Access date: 09 January 2024.

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ। স্টার অনলাইন রিপোর্ট। মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১০, ২০১৭, ১২:১৩ অপরাহ্ণ। Retrieve from https://bangla.thedailystar.net, Access date: 09 January 2024.